দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

২৫০ শয্যার হাসপাতাল উদ্বোধন

খুলনা মেডিক্যালের কাজ শীঘ্রই শুরু

খুলনা, ১৮ই জানুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ আজ এখানে ২৫০ শয্যার খুলনা হাসপাতাল উদ্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যেই তাঁর সরকার বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে খুলনায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে এবং এই অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে শীঘ্রই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মুনএম, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমিন, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গাফফার ও স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ হাসান আহমদও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট ফলক উন্মোচন করে হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি অপা-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

খুলনা মেডিক্যালের কাজ

(১-এর পৃঃ পর)

রেশন থিয়েটার ও ব্লাড ব্যাংকসহ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বিভাগ ঘুরে দেখেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সমাবেশে বলেন, চার হাজার পাঁচ শ' ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ধরনের এক হাজার আট শ' কেন্দ্র চালু হয়েছে। একইভাবে চার শ' ৬০টি উপজেলার মধ্যে তিন শ' ৪৫টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এসব কমপ্লেক্স পল্লী এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

তিনি বলেন, এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। কুমিল্লায় দু'শ ৫০ শয্যার ও ফরিদপুরে দু'শ' শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জে একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

বিঘ্নহীনভাবে দেশের উন্নয়ন অর্জনে শান্তি-শৃংখলার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সকলের জন্য এক সুখী সমৃদ্ধ বাসভূমি গঠনে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ খুলনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আবার শীঘ্র খুলনা আসবেন।

তিনি বলেন, খুলনা হাসপাতালে একটি নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগ স্থাপনের কাজ আগামী অর্থবছরে হাতে নেয়া হবে।

তিনি বলেন, দেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন তাঁর সরকারের নীতি।

তিনি খুলনা নগরীর উন্নয়নের জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন।

এ প্রেক্ষিতে তিনি নগরবাসীদের পৌর কর্পোরেশনের কর নিয়মিত পরিশোধের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন, যাতে পৌর কর্পোরেশন নাগরিক সুবিধাবলী উন্নয়নের পরিকল্পনা নিতে পারে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম এ মুনএম বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। দেশের হাসপাতালসমূহের শয্যাসংখ্যা ২২ হাজার ৮৭৪ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুইপ সৈয়দ দীদার বখত, সংসদ সদস্যগণ ও পদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট এখানে উপস্থিত হলে সর্বস্তরের জনগণ তাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানান। তারা রঙবেরঙের ফেস্টুন হাতে রাস্তার দু'পাশে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে স্বাগত শ্লোগান দেন ও প্রেসিডেন্টের ওপর ফুল ছিটিয়ে দেন।

হাসপাতালে যাওয়ার সড়কসমূহ রঙবেরঙের পতাকা ও প্রেসিডেন্ট এরশাদের ছবি দিয়ে সাজানো হয়।